দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 APR 1993
পৃঃ ... কলাম ...

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল

গাইড বুকের প্রকাশকরাই এখন আসল শিক্ষক

হাসান হাফিজ ঃ এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন আগামী বছরও বহাল থাকছে। শিক্ষার্থীরা যাতে গোটা বই পড়তে বাধ্য হয় সে লক্ষ্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা কতটা সফল হয়েছে তা নিয়ে শিক্ষক অভিভাবক মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে।

এসএসসিতে গণিত ছাড়া সকল বিষয়েই নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নম্বর করে এখন চালু রয়েছে। বাকী ৫০ নম্বর রচনামূলক প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ। দু' অংশের আলাদা আলাদা পাস করার প্রয়োজন নেই। ৯৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীই এখন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নিয়ে বেশী মাথা ঘামায়।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, আগামী বছর '৯৪ সালেও অবজেকটিভ প্রশ্ন বহাল থাকবে। '৯৫ সালের দিকে হয়তো এ ব্যাপারে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে।

গত বছর ঢাকা বোর্ডের এসএসসিতে সাধারণ গণিতে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী ফেল করে। ঢালাওভাবে তাদের ১০ নম্বর করে গ্রেস দেয়া হয়। গণিতে প্রশ্ন ব্যাংক ছিল না বলেই এ বিপর্যয় ঘটে।

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার একটি স্কুলে ২১ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন একজন শিক্ষক। অবজেকটিভ প্রশ্ন বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া খুবই তীব্র। তিনি বললেন, এতে ছেলে-মেয়েরা মূল বইয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে না। রচনামূলক অংশের কোন খোঁজ-খবরই তারা নেয় না।

নরসিংদীর ঘোড়াশাল পাইলট হাই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক বিণয় আঢ্য জানান, প্রশ্ন ব্যাংকের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা গাইডের ওপর ঝুঁকছে শুধু গাইডের জন্যই, নকল প্রবণতা ৫০ শতাংশ বাড়ছে। যে কোন মূল বই থেকে সরাসরি নকল করা সম্ভব নয়। গাইড ও নোট তুলে দিলে নকল প্রবণতা অনেকটা কমে যাবে।

ঢাকার পোগোজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জুলফা মোহাম্মদ জানান, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কনসেপ্টটা খারাপ নয়। কিন্তু কার্যত উল্টো ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমরা যত সিরিয়াসলিই পড়াই না কেন, কোন লাভ নেই। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়।

গাজীপুরের শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক রঞ্জিত কুমার মন্ডলের অভিমত, কোন অন্ধও যদি প্রদত্ত উত্তরে দাগ দিয়ে দেয়, সে নির্ঘাৎ পাস করে যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা তো এখন আমাদের কাছে শেখে না, শেখে গাইডের পাবলিশারদের কাছ থেকে। অবজেকটিভ প্রশ্ন কদ্দিন থাকবে সে খবর আমাদের চেয়ে পাব-

(আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

গাইড বুকের প্রকাশকরাই এখন আসল শিক্ষক

(প্রথম পাতার পর)

লিশাররাই বেশী রাখে।

গাইড-এর ছড়াছড়ি

এসএসসি'র বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে ২৫ ধরনের গাইড এখন চালু রয়েছে।। নামও চটকদার—ষ্টার, গ্যারান্টি, প্রতিশ্রুতি, এটম, সোলার, ইলেকট্রন, গ্যালাক্সি-কতকি! এইচএসসি'র বিজ্ঞানের জন্য গাইড আছে ১০/১৫ রকমের।

'নামী' একটি গাইডের প্রকাশকের দফতরে যেদিন কথা বলি, সেদিন দেখা গেল একটার পর একটা পার্টি আসছে। ধূম বেচাকেনা চলছে। প্রায় সবই ঢাকার বাইরের পার্টি। হোলসেলের কারবার। ওই প্রকাশক আমার পূর্ব পরিচিত বলে কিছু গোপন কথা ফাঁস করলেন। তিনি জানান, টাস্ক ফোর্সের স্যাম্পল অনুযায়ী তিনি বিজ্ঞানের গোটা বইয়েরই গাইড প্রথমে বের করেন। বিশাল আয়তন গাইডটি (দাম ১৯৫ টাকা) ফ্লপ করে। তখন তিনি বের করেন মিনি গাইড। এতে আছে ৫০০ প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক। এটি ভাল চলছে।

তিনি জানান, গাইডের লেখক হচ্ছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক, ছাত্র, পরীক্ষক হোম টিউটর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও লেখে। তাদের সম্মানী নির্ভর করে কোয়ালিটি ও গুডউইলের ওপর। যারা নামী-দামী তারা ফর্মা পিছু দু' হাজার টাকা নেন। এদের সংখ্যা কম। যারা অখ্যাত তারা তিনশ' টাকাও পান না।

তিনি জানান, কথা ছিল প্রশ্ন ব্যাংক প্রতি বছর পাল্টানো হবে। কিন্তু তা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। এর পেছনে ভূমিকা পালন করেছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কয়েকটি বোর্ডে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার নিজেরও প্রকাশনা ব্যবসা আছে। তিনি অবসর নেয়ার পরও প্রশ্ন ব্যাংক বদলানো হচ্ছে না।

ত্রুটিপূর্ণ সিলেবাস

দেশের বিভিন্ন স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা বিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে বেশ কিছু অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করে সেটা সংশোধনের ওপর জোর দেন। তারা জানান, দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্যসূচী আরো সংক্ষিপ্ত করা দরকার। দ্বিতীয় পত্রে ব্যবহারিক বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণীত হয়নি। যেমন বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম, সালোক সংশেষণে ক্লোরোফিলের প্রয়োজন, কার্বণ ডাই অক্সাইডের প্রয়োজন-এসব ল্যাবরেটরীতে করা সম্ভব নয়।

তারা জানান, দ্বিতীয় পত্রের কৃষি বিজ্ঞান অধ্যায় কমানো দরকার, পশুদের প্রজণন, পরিপাক পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের না জানলেও ক্ষতি নেই।

শিক্ষকরা জানান, বিজ্ঞান প্রথম পত্রে অনেক বিষয় আছে দুর্বোধ্য, জটিল, কিছু বিষয়ের কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি, কিছু সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ...

এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আলী আজমের সঙ্গে কথা হল। তিনি জানান, এসএসসি'র বিজ্ঞান সিলেবাস সম্পূর্ণ পারফেক্ট এমন দাবী আমরা করি না। দফায় দফায় সংশোধন চলছে, চলতে থাকবে। আমাদের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক বলে কৃষি, জীববিজ্ঞানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এসএসসি ও এইচএসসি'র বিজ্ঞান সিলেবাসের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই এটা ঠিক। শিক্ষার প্রান্তিক স্তর এসএসসি হবে না এইচএসসি হবে সেটা বাংলাদেশে এখনো মীমাংসিত হয়নি। এ নিয়ে বহু ওয়ার্কশপ বিতর্ক যদিও হয়ে গেছে।

টিউটরকেন্দ্রিক বিজ্ঞান শিক্ষা

স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা এখন প্রাইভেট টিউটর, কোচিং, ব্যাচে পড়ার ওপর নির্ভরশীল। অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করে তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, টিউটর নির্ভরতা এখন গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানর ওপর নির্ভর করে এখন বিজ্ঞান পড়া যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষকের সংকট তীব্র। তার মধ্যে দক্ষ, যোগ্য শিক্ষকের অভাব আরো বেশী। বেশীর ভাগই প্রাইভেট পড়াতে এত ব্যস্ত থাকেন যে, মূল পেশায় তারা প্রয়োজনীয় উদ্যম শ্রম ও সময় দিতে পারেন না।

একটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রাইভেট টিউশনে নিয়োজিত শিক্ষকদের তুলনা করলেন ডাক্তারদের সঙ্গে। এক শ্রেণীর চিকিৎসক যেমন হাসপাতালে কোন মতে 'চাকরি' করেন, প্রাইভেট ক্লিনিকে বেশী সিরিয়াস থাকেন, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। শিক্ষক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেন, খাতা দেখলেই আমরা বুঝতে পারি কোনটা বাজারের নোট, কোনটা শিক্ষকের নোট। পাকাপোক্ত উত্তর দিতে পারে এমন শিক্ষার্থী বিরল। বিজ্ঞান পড়া এখন শতকরা একশ ভাগ মুখস্তবিদ্যা হয়ে গেছে। এটা জাতির জন্য কোন মতেই কল্যাণকর নয়।